ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে ম্যারাডোনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন: প্রধানমন্ত্রী

ফুটবল কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার রাতে পাঠানো এক শোকবার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং যুগে যুগে তার ক্রীড়া নৈপুণ্য ভবিষ্যৎ ফুটবল খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

প্রধানমন্ত্রী এই ফুটবল মহানায়কের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

না ফেরার দেশে ম্যারাডোনা

আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার ম্যারাডোনা আর নেই। আজ (বুধবার) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বুধবার নিজ বাসায় মারা যান তিনি। খবরটি নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ৮৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী এ কিংবদন্তি।

মৃত্যুকালে ম্যারাডোনার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। গত মাসে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছিলেন ম্যারাডোনা। বুয়েনস এইরেসের হাসপাতালে তার মস্তিষ্কে জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়। মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে থাকা রক্ত অপসারণ করা হয়েছিল। তখন মাদকাসক্তি নিয়ে ভীষণ সমস্যায় ভুগেছেন ম্যারাডোনা। বিস্তারিত আসছে …

কার্যকর তামাক কর ব্যবস্থার জন্য ‘জাতীয় তামাক কর নীতি’ প্রণয়ন জরুরি

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি হলো দাম বাড়িয়ে একে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে আনা। এতে একইসাথে তামাকের ব্যবহার কমে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু বাংলাদেশে জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ তামাক কর কাঠামোর জন্য তা তামাক নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। তাই বাংলাদেশে কার্যকর তামাক কর ব্যবস্থার জন্য ‘জাতীয় তামাক কর নীতি’ প্রণয়ন জরুরি। ২৫ নভেম্বর বুধবার বিকেল ৪ টায় বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি নলেজ হাব অন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট ট্রেড কর্তৃক আয়োজিত ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তামাক করের প্রবণতা, বিশেষত বাংলাদেশ’ (Trends in Tobacco Taxation in South East Asia, with a special focus on Bangladesh) শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বক্তারা একথা বলেন।

ওয়েবিনারে ‘সাউথ-ইস্ট এশিয়া: ট্রেন্ডস ইন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন’ শিরোনামে তথ্য উপস্থাপন করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি নলেজ হাব অন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট ট্রেড এর রিসার্চ অফিসার ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার স্যাম ফিলবি এবং ‘টোব্যাকো ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ’ শিরোনামে তথ্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিস (বিএনটিটিপি)–এর টেকনিক্যাল কমিটির কনভেনর ড. রুমানা হক। বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের টোব্যাকো কন্ট্রোলের ডেপুটি ডিরেক্টর আশিষ পাণ্ডে।

ওয়েবিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি নলেজ হাব অন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট ট্রেড এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর তৌহিদা জ্যাকব এবং সঞ্চালনা করেন আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম।

সভায় বক্তারা আরো বলেন, বহুস্তরভিত্তিক দুর্বল কর কাঠামো এবং তামাকজাত দ্রব্যের ধরণে বিচিত্রতার দরুন দাম বাড়লে বিকল্প বেছে নেয়ার সুযোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে সময়োপযোগী তামাক কর ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে সে লক্ষ্য পূরণের জন্য একটি বিস্তৃত তামাক কর নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণে অতি সত্ত্বর জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে। যার মধ্যে করারোপসহ, কর আদায় পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ, ট্রাকিং ও ট্রেসিং, কর ফাঁকি বন্ধ, আমদানি-রপ্তানি, তামাক করসংক্রান্ত প্রশাসনিক বিষয়াদিসহ তামাক করসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি যুক্ত থাকবে।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের ফলে তা তামাক নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে কোন অবদান রাখছে না বরং তা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তামাক কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি করছে। বিগত দশ বছরে তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়লেও কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে পাঁচ গুণ। এই অবস্থার পরিবর্তন বক্তারা মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের পাশাপাশি সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবী করেন।

ওয়েবিনারে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, কলম্বিয়া ও শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিবিদ, তামাক কর বিশেষজ্ঞ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা অংশ নেন।

এক মামলায় জামিন পেলেন সাংবাদিক কাজল

রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় ফটোসাংবাদিক ও দৈনিক পক্ষকালের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজলকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। সেইসঙ্গে তার বিরুদ্ধে বাকি দুটি মামলার শুনানির জন্য আগামী ১৫ ডিসেম্বর দিন ঠিক করে দিয়েছেন আদালত।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সারওয়ার হোসেন বাপ্পী সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এদিন আদালতে আসামি পক্ষে ছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

এর আগে গত ১৯ অক্টোবর কাজলকে কেন জামিন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল করেছিলেন হাইকোর্ট। সেইসঙ্গে এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে তলব করে ১২ নভেম্বর মামলার সিডি (কেস ডকেট) নথিসহ তদন্ত কর্মকর্তাকে আদালতে হাজির হতে বলা হয়।

উল্লেখ্য, নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের (বহিষ্কৃত) সাধারণ সম্পাদক শামীমা নূর পাপিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে গত ৯ মার্চ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. সাইফুজ্জামান শিখর।

মামলার অপর আসামিরা হলেন- মানবজীবন পত্রিকার রিপোর্টার আল-আমিন, ফেসবুক আইডি শফিকুল ইসলাম কাজল, প্রিন্স ফাহিম, আরিফুল ইসলাম আরিফ, ফরহাদ খান, জুয়েল আহমেদ, মোহাম্মাদ মোসলেম, মো. মিজানুর রহমান, মোর্শেদ আলম, কাকন আবু হানিফ, মো. রুবেল, আয়েশা আমান, মো. শামিম আক্তার, মো. সাত্তার মৃধা, মো. তৌফিক, মিলি হাসান, হাবিব আদনান, ঋষি কান্ত, মো. সোহেল হোসেন, ছালে আহমেদ, জসিম উদ্দিন জসিম, মো. খাইরুল ইসলাম, হেদায়েতুল ইসলাম, মো. মাহফুজ আহমেদ, এম এ মামুন, মো. হেলাল, সেলিম চৌধুরী, ইস্পাত মোহাম্মাদ, বেলায়েত হোসেন, মারুফ রাজু ও মকটেল হোসেন মুক্তি।

মামলাটি দায়েরের পর গত ১০ মার্চ সন্ধ্যায় রাজধানীর হাতিরপুলের পক্ষকাল অফিস থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন শফিকুল ইসলাম কাজল। নিখোঁজের ৫৩ দিন পর গত ২ মে রাতে যশোরের বেনাপোলের ভারতীয় সীমান্ত সাদিপুর থেকে অনুপ্রবেশের দায়ে কাজলকে আটক করে বিজিবি। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন।

আগের রোল নম্বরেই নতুন ক্লাসে উঠবে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা

করোনার কারণে পিইসি থেকে শুরু করে এইচএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত বাতিল করেছে সরকার। তবে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। তেমনিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এবার পরীক্ষা ছাড়াই পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। এবার যার যে রোল নম্বর আছে, সেই রোল নম্বর নিয়েই পরের শ্রেণিতে উঠবে।

বছর শুরুর আড়াই মাসের ক্লাস ও করোনার সময় যেসব শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম জানান, প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের ১৬ মার্চ পর্যন্ত ক্লাস হয়েছে। সেই সময় তাদের ক্লাস টেস্ট নেয়া হয়েছে, শিক্ষকরা পড়িয়েছেন, এখন সেসব মূল্যায়নে আনা হবে।

করোনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটির মধ্যে সংসদ টেলিভিশন, বেতার, কমিউনিটি রেডিও এবং জুম প্ল্যাটফর্মে যেসব শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয়েছে, সেগুলোও মূল্যায়ন করা হবে।

তিনি বলেন, এবার আনুষ্ঠানিক কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না- এটা মাথায় রেখেই মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের আগের (এবারের) রোল নম্বরই ফলো করবেন, সবাই পরের ক্লাসে প্রমোশন পাবে।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু আর স্বপ্ন নয় এখন বাস্তব

স্বপ্নের পদ্মা সেতু আর স্বপ্ন নয় এখন বাস্তব। এক সময়ের স্বপ্নের সেতু এখন দৃষ্টিসীমায় দিগন্তজুড়ে দাঁড়িয়ে। পদ্মার তীর থেকে দেখা যাচ্ছে পিলারের দীর্ঘ সারি। তার উপর একে একে বসানো হচ্ছে ইস্পাতের কাঠামো (স্প্যান)। সর্বশেষ বসানো হয়েছে ৩৮তম ওয়ান-এ স্প্যান। এর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হলো সেতুর ৫ হাজার ৭০০ মিটার। বাকি আছে আর তিনটি স্প্যান। সেগুলো বসলেই ছুঁয়ে দেখা যাবে বহুল কাঙ্ক্ষিত সেতু।

সবকিছু ঠিক থাকলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২১ সালের জুনে উদ্বোধন হচ্ছে স্বপ্নের সৌধ। উদ্বোধনের পর থেকেই শুরু হবে স্বপ্নকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। সময়কে উপেক্ষা করে সেতু দিয়ে ছুটবে বাস, ট্রাক, ট্রেন সব। সেতুটি চালু হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। এতে মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) ১ থেকে দেড় শতাংশ বাড়বে।

দারিদ্র্যের হার কমবে দশমিক ৮৪ শতাংশ। নতুন করে গড়ে উঠবে ভারি শিল্প কারখানা। আর এরই অপেক্ষায় যেন বাংলাদেশ। পদ্মা সেতু শুধু রড, সিমেন্ট ও পাথরের সেতু নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৬ কোটি মানুষের আবেগ। চ্যালেঞ্জকে জয় করার অদম্য স্পৃহা এবং আগামীতে দেশের অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনার হাতছানি। ২০১২ সালে বিশ্বব্যাংক অর্থায়নের সিদ্ধান্ত বাতিল করার পর সরে যায় আর্ন্তজাতিক আরও তিনটি সংস্থা-এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো- অপারেশন এজেন্সি এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।

এতে পদ্মার আকাশে দেখা দেয় কালো মেঘের ঘনঘটা। ওই সময়ে প্রকল্পটির ব্যয় ছিল প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা। যা ওই বছরের মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫০ শতাংশ।

পদ্মাপাড়ে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। ঝড়-বৃষ্টি আর প্রবল স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলছে পদ্মা সেতুর কাজ। মেগা

মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। দুই পাড়ে সংযোগ সড়কের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অংশ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৯ কিলোমিটার লম্বা পদ্মাসেতু। ১৫ ডিসেম্বরের দিকে পদ্মা সেতুর সর্বশেষ স্প্যানটি বসিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর পদ্মা সেতুর কাজ বাকি থাকবে শুধু সড়কপথ আর তার নিচে রেলপথ টানা। যা এরই মধ্যে শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছে।

এদিকে নদীর ভাঙন বা অন্য কোনো কারণে সেতুর কোনো কাজ থেমে নেই বলে নিশ্চিত করেছেন পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী। তিনি জানান, স্প্যান বসানোর জন্য নদীতে পানির স্তর থাকতে হবে ৪ দশমিক ৮০ মিটার। বর্তমানে আছে ৬ দশমিক ১৭ মিটার। স্প্যান বসাতে হলে ক্রেনকে পিলারের কাছে বসাতে হবে। পদ্মায় প্রবল ভাঙন থাকলেও সেতুর প্রকল্প এলাকায় ভাঙনের ভয় নেই বলে জানিয়েছেন নিয়োজিত কনসালটেশন ফার্ম কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে করপোরেশন (কেইসি)-এর প্রতিনিধি।

এদিকে এ সেতুকে ঘিরে পাশেই মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার যশলদিয়ায় স্থাপন করা হয়েছে ‘পদ্মা’ পানি শোধনাগার। পানি শোধনাগার জাতির জন্য একটি বড় অর্জন। এ প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এখান থেকে প্রতিদিন ঢাকায় ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় গড়ে উঠেছে একটি প্রাণী জাদুঘর। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের দোগাছী পদ্মা সেতু সার্ভিস এরিয়া-১-এ চলছে প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদের নমুনা সংগ্রহ। দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য সারা দেশ থেকে প্রাণী জাদুঘরে নমুনা সংগ্রহের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ২ হাজার ২২২টি প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।
এ ছাড়া পদ্মা সেতুর জন্য অধিগ্রহণ করা অতিরিক্ত জায়গায় দুধ ও মাংস উৎপাদনে গবাদি পশুর প্রজনন ও জাত উন্নয়ন মিলিটারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এ ফার্ম পরিচালিত হবে। এ কাজের জন্য সেনাবাহিনীকে ২ হাজার ১৫৬ একর জমি দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে জাজিরা প্রান্তে। এটা প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। অপ্রয়োজনীয় জমি পতিত না রেখে দেশের আর্থ-

সামাজিক ও আর্থিক সম্ভাবনার জন্য এ জমিতে আধুনিক উন্নতমানের ফার্ম গড়ে তোলা হবে। এখানে গড়ে উঠবে হংকং সিটির মতো শহর। যেখানে থাকবে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম, পার্ক, জাদুঘর, আধুনিক শহরের সব রকম সুবিধা।

পদ্মা সেতুর বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের এমপি আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মৃণালকান্তি দাস বলেন, ‘দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। তার প্রমাণ পদ্মা সেতুর প্রায় ৫ কিলোমিটার দৃশ্যমান হওয়া এবং এক্সপ্রেসওয়ে চালু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে পৌঁছে দিয়েছে।’

মুন্সীগঞ্জ-২ আসনের এমপি সাবেক হুইপ অধ্যাপিকা সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি বলেন, ‘দেশবাসীর স্বপ্নের এ সেতুর কাজ নিজস্ব অর্থায়নে করা হচ্ছে। জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এটি দেশবাসীর প্রাণের সেতু, যা শেখ হাসিনা নির্মাণ করে আরও একটি ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন।’

জেলা প্রশাসক মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার বলেন, ‘পদ্মা সেতু নির্মাণকাজে জেলা প্রশাসনের সব সময় সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। এর নির্মাণকাজ শেষ হলে দেশে প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে। এটি বাস্তবায়নে মুন্সীগঞ্জ জেলা আরও উন্নত হবে, জীবনমান পাল্টে যাবে। এ ছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার সঙ্গে ঢাকাসহ সারা দেশের যোগাযোগ উন্নত হবে। উন্মোচিত হবে নতুন দিগন্ত। দক্ষিণাঞ্চলে গড়ে উঠবে নতুন নতুন কলকারখানা। দেশের অর্থনীতির চাকা আরও জোরে ঘুরবে। দেশ এগিয়ে যাবে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।’ ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে মূল কাজের শুভ সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই শুরু পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক পথচলা। এরপর ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের উপস্থিতিতে ১৫০ মিটারের প্রথম স্প্যানটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই স্বপ্ন পূরণের পালা।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে খুলবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় কোনো নির্মাণ অবকাঠামো এবং সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেতু এটি। পদ্মাসেতু চালু হলে প্রমত্তা নদীর ওপর গাড়ি চলতে দেখা যাবে। ফলে নাগালের বাইরে চলে যায় পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের স্বপ্ন। পরের ইতিহাস সবার জানা। সব বাধা উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ নেয় আওয়ামী

লীগ সরকার।

এতেই কেটে যায় কালো মেঘ, দিগন্ত আলোকিত করে হেসে উঠে সূর্য। সেতু নির্মাণের কর্মযজ্ঞের মধ্যদিয়ে শুরু হয় স্বপ্নের বীজ বোনা। আর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে ধরা দিচ্ছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন ফরিদুল হক খান

ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর দ্বায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন জামালপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ফরিদুল হক খান দুলাল। মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে তার শপথ নেয়ার কথা রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র একজন কর্মকর্তা সোমবার সন্ধ্যায় বলেন, ‘আমরাও বিষয়টি মৌখিকভাবে শুনেছি। তবে এখনও কোনো অফিসিয়াল নির্দেশনা আসেনি’।

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম মাজহারুল ইসলাম বলেন, আমিও খবরটি শুনেছি। এ নিয়ে এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক আনন্দ বিরাজ করছে।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ও আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী ইতোমধ্যে ফরিদুল হক খান দুলালকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন।

ফরিদুল হক খান দুলাল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জামালপুর-২ আসন (ইসলামপুর) থেকে নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্য। তিনি ইসলামপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

গত বছর ১৩ জুলাই সর্বশেষ মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হয়। ওই দিন

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন আওয়ামী লীগ নেত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। আর প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমদ পদোন্নতি পেয়ে মন্ত্রী হন। তারপর মন্ত্রিসভায় আর নতুন কেউ যুক্ত হননি। কোনো রদবদলও হয়নি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর গত বছরের ৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে।

ওই দিন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২৪ জন মন্ত্রী, ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী ও তিনজন উপমন্ত্রী নিয়ে ৪৭ সদস্যের মন্ত্রিসভার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে মন্ত্রিসভার সদস্য
৪৮। সূত্র- যুগান্তর

শেয়ারবাজারে বড় দরপতন

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সোমবার সূচকের বড় পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সোমবার বেলা ১১টায় ডিএসইর সাধারণ সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৫১ পয়েন্ট কমে চার হাজার ৭৮৯ পয়েন্টে অবস্থান করে। ডিএসই শরীয়াহ্ সূচক ১৬ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ২১ পয়েন্ট কমে যথাক্রমে ১১০৩ ও ১৬৬৩ পয়েন্টে রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে লেনদেন হয়েছে ১৩৮ কোটি ২৬ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট।

সোমবার এ সময়ে লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ৬৯টির, কমেছে ১৬৬টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৮১টি কোম্পানির শেয়ার।
এর আগে, লেনদেন শুরুর প্রথম ১০ মিনিটে ডিএসইর সূচক কমে ২৬ পয়েন্ট। এরপর ১০টা ২০ মিনিটে সূচক আগের অবস্থান থেকে ১৬ পয়েন্ট কমে যায়। এরপর সূচক কিছুটা নিম্নমুখী দেখা যায়। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে সূচক আগের দিনের চেয়ে ৫৮ পয়েন্ট কমে চার হাজার ৭৮২ পয়েন্টে অবস্থান করে।

অপরদিকে লেনদেন শুরুর এক ঘণ্টা পর বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সিএএসপিআই সূচক ১৪৬ পয়েন্ট কমে ১৩ হাজার ৭১৭ পয়েন্টে অবস্থান করে। এরপর সূচকের গতি নিম্নমুখী দেখা যায়।

এদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট। এসময়ের ২০টি কোম্পানির দাম বেড়েছে, কমেছে ৭২টি কোম্পানির দর। অপরিবর্তিত রয়েছে ২২টি কোম্পানি শেয়ারের দর।

যশোরে ট্রেনের সঙ্গে কয়লাবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক নিহত

যশোরে ট্রেনের সঙ্গে কয়লাবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এতে খুলনার সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ কন্ধ রয়েছে।

গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে শহরতলী মুড়লি রেলক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাত ৮টার দিকে নওয়াপাড়া থেকে কয়লাবোঝাই একটি ট্রাক চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাচ্ছিল। শহরতলীর মুড়লি রেলক্রসিংয়ে পৌঁছালে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ট্রেন কপোতাক্ষের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই ট্রাকের চালক আকবর আলী নিহত হন।

সহযোগীকে আহত অবস্থায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বন্ধ থাকা ক্রসিংয়ের গেট ভেঙে ট্রাকটি চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। লাইনের ওপরে ট্রাক পড়ে থাকায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

সার্ভার জটিলতায় ৪৮৪টি সরকারি ওয়েবসাইট বন্ধ

ভিজিটর ও কন্টেন্ট আপলোড বেড়ে যাওয়ার কারণে সার্ভারের ত্রুটির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দফতর, অধিদফতরের ৪৮৪টি ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলো ভিজিটররা প্রবেশ করতে পারছেন না।

এদিকে আগামী দুদিনের মধ্যে ওয়েবসাইটগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বলে জানিয়েছে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অতি সংবেদনশীল বিভিন্ন সরকারি দফতরের ওয়েবসাইটগুলোর সার্ভারেও সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। এটুআইর কর্মকর্তাদের দ্রুত পদক্ষেপে আপাতত সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন দফতর-অধিদফতরের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যাচ্ছিল না। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সমস্যা অনেকটাই ঠিক হয়ে গেছে। তবে এখনও দফতর-অধিদফতর ও সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যাচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে এটুআই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. আব্দুল মান্নান গণমাধ্যমকে বলেন, সার্ভার সম্প্রসারণের কারণে অনেকগুলো ওয়েবসাইট দেখা যাচ্ছে না। আমাদের লোক রাতদিন কাজ করছে। যে সাইটগুলো দেখা যাচ্ছে না, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।